ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 2 ● Issue - 008 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in
ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৬ ● সংখ্যা ঃ ০০৮ ● কলকাতা ● ২৩ পৌষ, ১৪৩২ ● বৃহস্পতিবার ● ০৮ জানুয়ারি ২০২৬ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

পর্ব 167

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

প্রবাহিত জল একদম স্বচ্ছ ছিল। এত স্বচ্ছ যে জলের নীচের পাথরও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল।

জল ঠাণ্ডা ছিল, কিন্তু জল খাওয়ার দৃষ্টিতে ভারী ছিল। তাড়াতাড়ি হজম হবে এরকম ছিল না। আমরা ধীরে ধীরে ঐ জলপ্রপাতের কাছে পৌঁছলাম। ওখানে গুরুদেবও স্নান করলেন। আমিও স্নান করলাম।

ক্রমশঃ

SIR নিয়ে জল্পনা বাড়িয়ে দিলেন শুভেন্দু অধিকারী

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

উত্তরপ্রদেশে মোট বারো কোটি ৫৫ লক্ষের মধ্যে সব মিলিয়ে বাদ ২ কোটি ৮১ লক্ষ। বাংলার এসআইআর নিয়ে বিতর্কের মধ্যে এবার নতুন চর্চা উত্তর প্রদেশ নিয়েও। এর আগে একাধিকবার শোনা গিয়েছিল প্রায় ৪ কোটির বেশি নাম বাদ যেতে পারে যোগী রাজ্যে। চাপানউতোর চলেছিল প্রশাসনের অন্দরেও। উত্তর প্রদেশে যাঁদের নাম বাদ গেল তাঁরা কী রোহিঙ্গা?কার্যত কোনও কাগজই নেই। এই অসুবিধা গোটা দেশে থাকার কারণে ভারত সরকার ২০০৬ সালে বন এলাকার অধিবাসীদের জন্য বন অধিকার আইন এনেছিলেন। রাজু বিস্তা প্রথম বলেন এসআইআরের ১১ দফা নথির মধ্যে ফরেস্ট রাইটসের নথিকে গ্রহণ করা হোক।" এবার মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে চিঠি দেন শুভেন্দু।এদিন সাংবাদিক বৈঠকে এই প্রশ্ন যায় পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু

এরপর ৩ পাতায়

ভর্তি চলছে

ভবানী চাইল্ড ইনস্টিটিউট

BHABANI CHILD INSTITUTE 24 PARGANAS (SOUTH)

স্থাপিত ঃ ১৯৯৩

২০২৬ শিক্ষাবর্ষে নার্সারি শ্রেণির পঠন-পাঠন শুরু হবে ৪ঠা ডিসেম্বর, ২০২৫ বৃহস্পতিবার থেকে

আসন সংখ্যা সীমিত। অভিভাবকদের নীচের মোবাইল নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য জানানো যাচ্ছে।

ভর্তির সময় ঃ সকাল ৯টা থেকে বেলা ১টা

যোগাযোগ ঃ 9083249944 / 9083249933 / 9083249922

সারা দেশে ৫০ লক্ষেরও বেশি যুবার অংশগ্রহণ; নির্বাচিত প্রতিনিধিরা অংশ নেবেন ভারত মণ্ডপমে আয়োজিত VBYLD ২০২৬-এ

কলকাতা, ৭ জানুয়ারি, ২০২৬

পশ্চিমবঙ্গ থেকে নির্বাচিত ৪৫ জনেরও বেশি তরুণ পথিকৃৎকে আজ আনুষ্ঠানিকভাবে নয়াদিল্লির উদ্দেশে পাঠানো হল। তাঁরা আগামী ৯-১২ জানুয়ারি, ২০২৬ পর্যন্ত নয়াদিল্লির ভারত মণ্ডপমে অনুষ্ঠিত হতে চলা Viksit Bharat Young Leaders Dialogue (VBYLD) ২০২৬-এ অংশ নেবেন। রাজ্যের তরুণদের জন্য এই গর্বের মুহূর্তটি উপলক্ষে আজ ঐতিহাসিক ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল প্রাঙ্গণে প্রেরণ অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়।

এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দুবরাজপুরের বিধায়ক শ্রী অনুপ কুমার সাহা, যিনি নির্বাচিত তরুণ পথিকৃৎদের জাতীয় মঞ্চে যাত্রার জন্য শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান। শ্রী সাহা এই উদ্যোগের ব্যাপ্তি ও গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন, সারা দেশ জুড়ে ৫০ লক্ষেরও বেশি যুবক- যুবতী এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন, যার মধ্যে থেকে ১৫,০০০ জন রাজ্যস্তরের পর্যায়ে উত্তীর্ণ হন। এই নির্বাচিত তালিকা থেকেই পশ্চিমবঙ্গের ৪৫ জনেরও বেশি কৃতী তরুণ নেতৃত্ব জাতীয় সংলাপে রাজ্যের প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পেয়েছেন।

শ্রী সাহা আরও বলেন, চারদিনব্যাপী এই কর্মসূচিতে নির্বাচিত তরুণরা বিভিন্ন উপস্থাপনা ও ভাবনা বিনিময়ের অধিবেশনে অংশ নেবেন। তিনি আর-ও বলেন, এই তরুণ নেতৃত্ব কেবল অংশগ্রহণকারী নন, বরং 'বিকশিত ভারত'-এর স্বপ্ন বাস্তবায়নের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার, যাঁদের ভাবনায় থাকবে উদ্ভাবন, দায়িত্ববোধ ও দেশগঠনের সংকল্প।

বিকশিত ভারত ইয়ং লিডার্স ডায়ালগ ২০২৬, পুনর্গঠিত জাতীয় যুব উৎসবের দ্বিতীয় সংস্করণ, এমন একটি মঞ্চ হিসেবে পরিকল্পিত যেখানে দেশের তরুণ প্রজন্মের সঙ্গে নীতিনির্ধারক ও জাতীয় নেতৃত্বের সরাসরি সংযোগ স্থাপন করা হবে। এই কর্মসূচিতে দেশের দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন লক্ষ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা, বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে মতবিনিময় এবং উপস্থাপনা অনুষ্ঠিত হবে। এই চারদিনের জাতীয় সংলাপের সমাপনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী।

স্বচ্ছ ভারত মিশন (গ্রামীণ) - এর আওতায় মলমূত্র ব্যবস্থাপনার উদ্ভাবনী মডেল নিয়ে রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির সঙ্গে মতবিনিময় করলেন কেন্দ্রীয় জল শক্তি মন্ত্রী সি আর পাটিল

নয়াদিল্লি, ০৭ জানুয়ারি, ২০২৬

স্বচ্ছ ভারত মিশন (গ্রামীণ) – এর আওতায় মলমূত্র ব্যবস্থাপনার উদ্ভাবনী বিভিন্ন মডেলের বাস্তবায়ন নিয়ে কেন্দ্রীয় জল শক্তি মন্ত্রক রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির সঙ্গে গত ০৬ জানুয়ারি ভার্চুয়াল আলাপচারিতার আয়োজন করে।

আলাপচারিতায় পৌরোহিত্য করেন কেন্দ্রীয় জল শক্তি মন্ত্রী শ্রী সি আর পাটিল। বিভাগীয় প্রতিমন্ত্রী শ্রী ভি সোমান্না, পানীয় জল ও নিকাশি ও শৌচ দপ্তরের সচিব শ্রী অশোক কে কে মীনা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। বিভিন্ন জেলাশাসক, গ্রাম পঞ্চায়েতের মুখ্য কার্যনির্বাহী, স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্য, পঞ্চায়েত সদস্য এবং রাজ্য মিশন অধিকর্তা ও সমন্বায়ক দপ্তরগুলির পদস্থ আধিকারিকরা ভার্চুয়াল মাধ্যমে আলোচনায় যোগ দেন।

এই আলাপচারিতার উদ্দেশ্য ছিল – দেশের বিভিন্ন অংশের সফল মলমূত্র ব্যবস্থাপনার মডেলগুলির অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেওয়া এবং শৌচ ও নিকাশি ব্যবস্থার সামগ্রিক মূল্যশৃঙ্খলের উপর নজর রেখে শৌচাগার নির্মাণের বাইরেও নিরাপদ শৌচ ও নিকাশি ব্যবস্থার গুরুত্ব তুলে ধরা।

গুজরাট, সিকিম, মধ্যপ্রদেশ, কর্ণাটক, ওড়িশা, লাদাখ ও ত্রিপুরার প্রতিনিধিরা নিজেদের মডেল উপস্থাপিত করেন এবং অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেন। মলমূত্র ও বর্জ্য জলের নিরাপদ সংগ্রহ, পরিবহণ, পরিশোধন ও পুনর্ব্যবহার নিয়ে আলোচনা হয়। স্বচ্ছতা সুরক্ষিত রাখার পাশাপাশি, এই মডেলগুলিতে গোষ্ঠীস্তরে কর্মসংস্থান সৃষ্টির দিশাও রয়েছে। ওড়িশার খুরদা জেলার একটি মডেলে রূপান্তরকামীদের নেতৃত্বে স্বনির্ভর গোষ্ঠী মলমূত্র ব্যবস্থাপনার পরিচালনা ও রক্ষণা-বেক্ষণ করছে। এর মাধ্যমে বোঝা যায় যে, শৌচ ও নিকাশি ব্যবস্থা কিভাবে সুস্থিত ও অন্তর্ভুক্তিমূলক হতে পারে।

অন্যান্য যেসব মডেল উপস্থাপিত হয়, তার মধ্যে রয়েছে – গুজরাটের ডাং জেলার প্রত্যন্ত জনজাতি এলাকায় টুইন পিটের শৌচাগার, সিকিমের মাঙ্গান জেলার পার্বত্য এলাকায় সিঙ্গল পিট থেকে টুইন পিট শৌচাগারের পুনর্নির্মাণ, মধ্যপ্রদেশের ইন্দোর

এরপর ৩ পাতায়

ভারতীয় উপকূলরক্ষী বাহিনীতে সমুদ্র প্রতাপ জাহাজটি অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় প্রধানমন্ত্রীর সন্তোষ প্রকাশ

নতুন দিল্লি, ৭ জানুয়ারি ২০২৬

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী, ভারতীয় উপকূলরক্ষী বাহিনীতে সমুদ্র প্রতাপ জাহাজটি অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। এর মধ্য দিয়ে সমুদ্র যাত্রায় এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক অর্জিত হয়েছে। তিনি বলেছেন, এই উন্নত জলযানটির অন্তর্ভুক্তি বেশ কয়েকটি কারণে গুরুত্বপূর্ণ।

প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, এই অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে এবং সমুদ্রযাত্রায় আত্মনির্ভর ভারতের উদ্যোগ আর-ও শক্তিশালী হল। এর ফলে দেশের নিরাপত্তা ব্যবস্থা শক্তিশালী হবে, উপকূল অঞ্চলে নজরদারী বৃদ্ধি পাবে এবং ভারতের বিপুল সামুদ্রিক বাণিজ্যের স্বার্থ সুরক্ষিত থাকবে। এর মধ্য দিয়ে পরিবেশ বান্ধব পরিচালনগত ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার জন্য সুস্থায়ীভাবে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি অন্তর্ভুক্ত করার ক্ষেত্রে ভারতের অঙ্গীকার প্রতিফলিত হয়েছে।

সামাজিক মাধ্যম এক্সে শ্রী রাজনাথ সিং-এর এক বার্তার প্রত্যুত্তরে শ্রী মোদী লিখেছেনঃ

"ভারতীয় উপকূলরক্ষী বাহিনীতে সমুদ্র প্রতাপ জাহাজটি অন্তর্ভুক্ত হওয়ার বিষয়টি বেশ কয়েকটি কারণে গুরুত্বপূর্ণ।এর ফলে আত্মনির্ভর ভারতের উদ্যোগ যেমন আর-ও শক্তিশালী হবে, পাশাপাশি দেশের নিরাপত্তা ব্যবস্থা শক্তিশালী হবে, উপকূল অঞ্চলে নজরদারী বৃদ্ধি পাবে এবং ভারতের বিপুল সামুদ্রিক বাণিজ্যের স্বার্থ সুরক্ষিত থাকবে।

(১ম পাতার পর)

SIR নিয়ে জল্পনা বাড়িয়ে দিলেন শুভেন্দু অধিকারী

অধিকারীর কাছে। আর তখনই বাংলা বিহারের প্রসঙ্গ টেনে ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য করতে দেখা গেল শুভেন্দুকে। সাফ বললেন, "এরা কী সেটা ১৪ ফেব্রুয়ারি বুঝতে পারবেন। বিহারের সংখ্যাটা আমি জানি।

পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যাটা আমি বলে দেব ১৫ ফেব্রুয়ারি। বিহারে অবৈধ অনুপ্রবেশকারীর সংখ্যাটা কত আমি জানি, বলব না। ঠিক সময়ে ওটা বলব। যখন আধার কার্ড ডিঅ্যাক্টিভ হবে, রেশন কার্ড বন্ধ হবে, প্রধানমন্ত্রী অন্ন সুরক্ষা যোজনা থেকে বাদ যাবে, যখন অ্যাকাউন্ড বন্ধ হয়ে যাবে তখন বুঝবেন ইনি ভারতীয় নয়।

সময় কথা বলবে। সংখ্যাটা ঠিক সময়ে পেয়ে যাবেন।"প্রসঙ্গত, বাংলার এসআইআর নিয়ে শুরু থেকেই চাপানউতোরের অন্ত নেই। খসড়া তালিকা থেকে ইতিমধ্যেই বাদ গিয়েছে ৫৮ লক্ষের বেশি নাম। চলছে এসআইআরের দ্বিতীয় পর্ব।

শুনানি কেন্দ্রে রোজই ভিড় করছেন হাজার হাজার মানুষ। এরইমধ্যে এসআইআর-এ চা শ্রমিকদের ডকুমেন্টের বৈধতা নিয়ে সাংবাদিক বৈঠক করতে দেখা যায় শুভেন্দু অধিকারীকে। শুভেন্দু বলেন, "দার্জিলিং থেকে শুরু করে তরাই-ডুয়ার্স সহ যে সমস্ত জায়গায় চা বাগান শ্রমিকরা রয়েছেন তাঁরা বংশপরম্পরায় রয়ে গিয়েছেন। তাঁদের অনেকের কাছে স্কুল সার্টিফিকেট নেই।

(২ পাতার পর)

স্বচ্ছ ভারত মিশন (গ্রামীণ) - এর আওতায় মলমূত্র ব্যবস্থাপনার উদ্ভাবনী মডেল নিয়ে রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির সঙ্গে মতবিনিময় করলেন কেন্দ্রীয় জল শক্তি মন্ত্রী সি আর পাটিল

জেলার কালীবিলোদ গ্রাম পঞ্চায়েতে ভারতের প্রথম গ্রামীণ মলমূত্র ব্যবস্থাপনা যেখানে পরিশোধিত বর্জ্য পদার্থের সাহায্যে মাছ চাষের পরীক্ষা চলছে। কর্ণাটকের কান্নাডা জেলায় স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির পরিচালনায় মলমূত্র ব্যবস্থাপনা মডেল, লাদাখের লেহ জেলায় চরম আবহাওয়ায় শৌচাগার নির্মাণ, ত্রিপুরার গোমতী জেলায় মেলা সমাবেশের জন্য জৈব শৌচাগার প্রভৃতি।

কেন্দ্রীয় জল শক্তি মন্ত্রী শ্রী পাটিল অংশগ্রহণকারীদের উদ্ভাবনী মডেলের প্রশংসা করে বলেন, এগুলি শুধু স্বচ্ছ ভারত অভিযানে অবদান রাখছে তাই নয়, আয় ও জীবিকার সুযোগও সৃষ্টি করছে। মলমূত্র ব্যবস্থাপনাকে উপযুক্ত প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে কার্যকর, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও দীর্ঘস্থায়ী করার উপর জোর দেন তিনি। শ্রী পাটিল বলেন, প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর দূরদর্শী নেতৃত্ব গান্ধীজীর পরিচ্ছন্নতার বার্তাকে দেশের প্রতিটি কোণে পৌঁছে দিয়েছে, স্বচ্ছতার জন্য দেশব্যাপী আন্দোলন অভূতপূর্ব গতি অর্জন করেছে।

কৃষিজ বর্জ্যকে মূল্যবান জাতীয় সম্পদে রূপান্তরিত করার বিষয়ে আলোকপাত করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতিন গড়করি

নতুন দিল্লি, ০৭ জানুয়ারি, ২০২৬

কৃষিজ বর্জ্যকে মূল্যবান জাতীয় সম্পদে রূপান্তরিত করার নানা উদাহরণ তুলে ধরলেন কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ মন্ত্রী শ্রী নীতিন গড়করি। তিনি বলেছেন, জৈব-বিটুমেন বিকশিত ভারত ২০৪৭-এর লক্ষ্যে যাত্রায় একটি প্রয়োজনীয় উপাদান হয়ে উঠতে পারে। কৃষিজ বর্জ্য ব্যবহার করলে ফসলের অবশিষ্টাংশ দহনজাত দূষণের হাত থেকে মুক্তি সম্ভব এবং এর ফলে বৃত্তীয় অর্থনীতিও জোরদার হতে পারে। জ্বালানির ক্ষেত্রে মিশ্রণ প্রণালী অনুসরণের মাধ্যমে ভারত ৪

হাজার ৫০০ কোটি টাকা মূল্যের বিদেশী মুদ্রা সাশ্রয় করতে পারে এবং অপরিশোধিত তেলের ক্ষেত্রে আমদানি-নির্ভরতা কমাতে পারে।

সিএসআই-এর উদ্যোগে প্রযুক্তি হস্তান্তর সংক্রান্ত এক আলোচনাসভায় তিনি বলেছেন, সড়ক পরিকাঠামো প্রসারের কাজে ভারতে অবিশ্বাস্য গতিতে কাজ হচ্ছে। এই দেশ সারা বিশ্বে জৈব-বিটুমেনের বাণিজ্যিক উৎপাদনে শীর্ষ স্থানে উঠে এসেছে। এক্ষেত্রে সিএসআর এবং কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী শ্রী জিতেন্দ্র সিং-এর অবদানের উল্লেখ করেন শ্রী গড়করি।

উদ্ভাবনামূলক এই উদ্যোগ কৃষকদের ক্ষমতায়ন ও গ্রামীণ কর্মসংস্থানে বিশেষ সহায়ক বলে উল্লেখ করেন কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ মন্ত্রী। এধরনের কর্মকাণ্ড মোদী সরকারের ধারাবাহিক বিকাশ, স্বনির্ভরতা ও সর্বাত্মক উন্নয়নের কর্মসূচির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলেও তাঁর মন্তব্য।

ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রীর থেকে ফোন পেলেন প্রধানমন্ত্রী

নতুন দিল্লি, ০৭ জানুয়ারি, ২০২৬

ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু আজ টেলিফোনে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে কথা বললেন। নববর্ষের শুভেচ্ছা বিনিময়ের পাশাপাশি দু'দেশের মানুষের সমৃদ্ধি কামনা করেছেন তাঁরা।

ভারত-ইজরায়েল কৌশলগত অংশীদারিত্বকে আরও জোরদার করার জন্য অভিন্ন অগ্রাধিকারের বিভিন্ন ক্ষেত্র চিহ্নিত করেন দুই নেতা। সন্ত্রাসবাদের যে কোনো চেহারার বিরুদ্ধে আপোসহীন মনোভাব নিয়ে চলা এবং একসঙ্গে লড়াই করার বিষয়ে নিজেদের অবস্থান পুনর্ব্যক্ত করেছেন ভারত ও ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী।

গাজা শান্তি পরিকল্পনা রূপায়ণ নিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে বিশদে অবহিত করেন নেতানিয়াহু। ওই অঞ্চলে স্থায়ী শান্তির ক্ষেত্রে ভারতের ধারাবাহিক সহযোগিতার বিষয়ে ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রীকে ফের আশ্বস্ত করেছেন প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী।

আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক নানা বিষয়েও তাঁরা মতবিনিময় করেন। পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন দুজনেই।

সম্পাদকীয়

এগিয়ে আসছে বিধানসভা ভোট ?

ভোট ঘোষণা এখনও দূর-অস্ত। তার আগেই SIR-ময় পশ্চিমবঙ্গে বেড়েই চলেছে রাজনৈতিক চাপান-উতোর। ইংরেজি বছরের শেষ দিনে অমিত শাহ রাজ্যে এসে বলে গেছেন, বাংলা বছরের শুরুর আগেই পশ্চিমবঙ্গে নতুন সরকার গঠিত হবে। আর তারপরেই শুরু হয়ে গেছে জল্পনা। তাহলে কি ভোট এগিয়ে আসছে?

ভোট বিশেষজ্ঞদের মতে, ১৫ এপ্রিলের মধ্যে ভোটের ফল ঘোষণা করতে হলে এবার ৭-৮ দফায় ভোট করানো মুশকিল। সেক্ষেত্রে ৩-৪ দফায় ভোট হতে পারে।আগেরবারের মতো আর ৭-৮ দফায় ভোট হবে না? সেক্ষেত্রে কত সংখ্যায় কেন্দ্রীয় বাহিনী লাগবে? এসব প্রশ্নেই শুরু হয়েছে জল্পনা। ২০২১-এ ৮ দফায় ভোটগ্রহণ হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গে। ২০২৪ সালে ৭ দফায় লোকসভা ভোট গ্রহণ হয় পশ্চিমবঙ্গে। গত ১৯ এপ্রিল শুরু হয়েছিল লোকসভা ভোট। শেষ হয় ৭ দফায় লোকসভা ভোট । ১ জুন অবধি ভোটগ্রহণ হয়েছিল। এবার বাংলা বছরের শুরুর আগেই পশ্চিমবঙ্গে নতুন সরকার গঠন করতে হলে বিধানসভা ভোট শুরু করতে হবে আরও তাড়াতাড়ি। সেক্ষেত্রে কত দফায় ভোট হচ্ছে সেটাও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আপাতত এসআইআর প্রক্রিয়া পুরোপুরি শেষ করে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ হওয়ার কথা ১৪ ফেব্রুয়ারি । তারপর ভোট ঘোষণা, তারপর আদর্শ আচরণবিধি মেনে চলার নির্দিষ্ট সময়, তারপর ভোটগ্রহণ ও শেষে ভোটের ফল বের হলে সরকার গঠন। এতগুলি ধাপ পেরোনোর জন্য তাই সময় যথেষ্ট কম।

এত সব জল্পনার মূলে অমিত শাহর একটি মন্তব্য। তিনি কলকাতায় এসে বলে গিয়েছিলেন, 'বিজেপি সরকারের সংকল্প ১৫ এপ্রিল, ২০২৬-এর পর যখন বিজেপি সরকার হবে, বাংলার গৌরব, বাংলার সংস্কৃতি, তার পুনর্জাগরণের জন্য আমরা পুনরায় শুরু করব'। এরপরই শুরু হয়ে যায় জল্পনা । বিধানসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণা করতে পারে নির্বাচন কমিশন। মার্চ মাস জুড়ে চলতে পারে প্রচার আর তারপর এপ্রিলের শুরুতেই ভোটগ্রহণ পর্ব হতে পারে।

তুমি লক্ষ্মী-সরস্বতী

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(ষলোতম পর্ব)

হয়, যেমন অভ্র-আবির, আমের মুকুল, দোয়াত-কলম ও যবের শিষ, বাসন্তী রঙের গাঁদা ফুল। লোকাচার অনুসারে ছাত্রছাত্রীরা পূজার আগে কুল ভক্ষণ করে না।প্রথমে দেখা যাক বিভিন্ন পুরাণগ্রন্থ সরস্বতীর উৎস সম্পর্কে কী বলছে। পদ্মপুরাণে সরস্বতী দক্ষকন্যা এবং কশ্যপ-পত্নী হিসাবে স্বীকৃত। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ অনুসারে সরস্বতী বিষ্ণু

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

বিদেশি সোনা পাচারের প্রচেষ্টা ব্যর্থ করল ডিআরআই

কলকাতা, ৭ জানুয়ারি, ২০২৬

নির্দিষ্ট খবরের ভিত্তিতে ডিরেক্টরেট অফ রেভিনিউ ইন্টেলিজেন্স (ডিআরআই)-এর কলকাতা জোনাল অফিস আজ কৃষ্ণনগরের কাছে একটি বিশেষ গোয়েন্দা অভিযানে ৪.৯ কেজি বিদেশি সোনা উদ্ধার করেছে। উদ্ধার হওয়া সোনার আনুমানিক মূল্য প্রায় ৬.৬৮ কোটি টাকা।

বড় আন্দুলিয়া থেকে চাপরার দিকে যাওয়ার পথে লক্ষ্মীগাছা মোড়ে একটি মোটরসাইকেল আরোহীকে আটক করা হয়। তার কাছ থেকে বাজেয়াপ্ত করা ২১-টি হলুদ ধাতব বস্তু পরীক্ষা করে দেখা যায়, এর মধ্যে বিদেশি চিহ্নযুক্ত সোনার বার, বিকৃত বার এবং খুচরো সোনা রয়েছে। গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তি প্রয়োজনীয় পরিচয়পত্র দেখাতে ব্যর্থ হন এবং জিজ্ঞাসাবাদে স্বীকার করেন যে, উল্লিখিত মূল্যবান জিনিসগুলি বাংলাদেশ থেকে ভারতে পাচার করা হয়েছিল। উদ্ধার করা সোনা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে এবং কাস্টমস আইন, ১৯৬২-র ধারা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

এই গুণটিকে রূপায়িত করা হইয়াছে নৈরাত্মা নামক দেবীরূপে। ইঁহার বর্ণ নীল, একটি মুখ এবং দুইটি হাত, ইনি দেখিতে অতি ভীষণ। অগ্নিজ্বালার ন্যায় কেশরাজি। গলায় মুণ্ডমালা এবং ক্রোধাভাসিত মুখমণ্ডল সত্যই দর্শকের মনে ভয়ের উদ্রেক করিয়া থাকে।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

হামলাকারীদের হাত কেটে ফেলব', পরোক্ষে ট্রাম্পকে হুমকি ইরানের সেনাপ্রধানের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ভেনেজুয়েলার রাষ্ট্রপতি নিকোলা মাদুরোকে ক্ষমতা থেকে উচ্ছেদ করার পরে এবার ইরানে সরকারকে টার্গেট করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। মধ্যপ্রাচ্যের দেশটির তেলের খনি হাতিয়ে নেওয়াই তাঁর মূল লক্ষ্য। যদিও অতি সহজে ট্রাম্পের সেই স্বপ্নপূরণ হতে দিতে নারাজ আয়াতুল্লা আলি খামেইনির সরকার।গত বছর জুনে ইরানের বিরুদ্ধে যৌথ আক্রমণ চালিয়েছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইজরায়েল। ১২ দিনের যুদ্ধে অন্তত ১ হাজার ৬৪ জন নিহত হন এবং সামরিক ও বেসামরিক অবকাঠামো ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এদিন ওই সজ্ঘাতের কথা উল্লেখ করে ইরানের সেনাপ্রধান বলেন, 'আমরা ২৪ জুন সফল পাল্টা অভিযানে নামতেই ল্যাজ গুটিয়ে

পালিয়েছিল শত্রুরা।' দেশে সম্প্রতি সরকার বিরোধী আন্দোলন শুরু হয়েছে। গত ১০ দিনে নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের সংঘর্ষে ৩৬ জন প্রাণ হারিয়েছেন। ওই বিক্ষোভের প্রসঙ্গে জেনারেল হাতামি বলেন, 'প্রতিবাদ যে কোনও দেশেই স্বাভাবিক। তবে তা দ্রুত সহিংস দাঙ্গায় রূপ নেওয়া ইরানের সংস্কৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।'নাম না করে বুধবার (৭ জানুয়ারি) সরাসরি মার্কিন প্রেসিডেন্টকে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ইরানের সেনাপ্রধান মেজর জেনারেল আমির হাতামি। রাখঢাক না রেখে তিনি বলেছেন, 'ইরানের দিকে কেউ হাত বাড়ালে, ইরানকে আক্রমণ করার চেষ্টা চললে, হামলাকারীর হাত কেটে নেব।'

এদিন ইরানের আর্মি কমান্ড অ্যান্ড স্টাফ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে দেওয়া এক ভাষণে জেনারেল হাতামি বলেন, 'শত্রুদের (পড়ুন আমেরিকা-ইজরায়েল) আমরা স্পষ্ট বলে দিতে চাই, ইরানের বিরুদ্ধে যে কোনও শত্রুতামূলক পদক্ষেপের সুদূরপ্রসারী পরিণতি হবে। দেশের স্বাধীনতা, ভৌগোলিক অখণ্ডতা এবং ইসলামি প্রজাতন্ত্রের শাসনব্যবস্থা রক্ষায় ইরানের সশস্ত্র বাহিনী পূর্ণ শক্তি প্রয়োগে প্রস্তুত রয়েছে। যুদ্ধ-পূর্ব সময়ের তুলনায় বর্তমানে ইরানের সশস্ত্র বাহিনী আরও বেশি প্রস্তুত। শত্রুপক্ষ যদি ভুল হিসাব করে, তবে তারা আরও শক্তিশালী প্রতিক্রিয়ার মুখে পড়বে।'

আজ থেকে শীতের 'পাওয়ার প্লে'! দক্ষিণবঙ্গের ৬ জেলায় জারি শৈত্যপ্রবাহের সতর্কতা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

শীতে কাবু রাজ্যবাসী। তার উপর আবহাওয়া দপ্তর বলছে, পিকচার আভি বাকি হ্যায়! ইতিমধ্যেই কলকাতায় ১০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে নেমে গিয়েছে পারদ। জাঁকিয়ে শীত জেলায় জেলায়। আবহাওয়া দপ্তর বলছে, বৃহস্পতিবার পর্যন্ত তাপমাত্রা আরও দুই থেকে তিন ডিগ্রি পর্যন্ত কমতে পারে দক্ষিণবঙ্গে।

দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়া

চলতি সপ্তাহে কলকাতা-সহ গাঙ্গেয় দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে আরও কয়েক ডিগ্রি পারদপতনের পূর্বাভাস। দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে আগামী ২৪ ঘণ্টায় রাতের তাপমাত্রা আরও ২ ডিগ্রি নামতে পারে। তার পরে আগামী মঙ্গলবার পর্যন্ত তাপমাত্রার বিশেষ হেরফের হবে না।

আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস বলছে, চলতি সপ্তাহে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুকিতে দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রাও স্বাভাবিকের তুলনায় ৩-৫ ডিগ্রি কম থাকবে। আপাতত আগামী ১২ জানুয়ারি পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই শীতের দাপট বজায় থাকবে।

দক্ষিণবঙ্গের পূর্ব বর্ধমান ও বীরভূমে 'কোল্ড অ্যালার্ট'। এছাড়া বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমান, দক্ষিণ ও উত্তর দিনাজপুর, মুর্শিদাবাদ, নদিয়াতেও শৈত্যপ্রবাহের মতো পরিস্থিতি থাকতে পারে। আবহাওয়া দপ্তর জানাচ্ছে বঙ্গোপসাগরে তৈরি হয়েছে নিম্নচাপ। রাজ্য জুড়ে শীত আরও বাড়ার নেপথ্যে রয়েছে এই নিম্নচাপ। এছাড়াও জেলায় জেলায় কুয়াশার জেরে দৃশ্যমানতা নেমে যাওয়ায় রয়েছে সতর্কতা।

এক নজরে উত্তরের আবহাওয়া

উত্তরবঙ্গে হাড়হিম করা শীত রয়েছে। কোচবিহার, জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিঙে ঘন কুয়াশায় জারি রয়েছে কড়া সতর্কতা। আবার কোচবিহার, জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারে কোল্ড ডে অব্যাহত থাকবে। আবহাওয়া দপ্তর বলছে, চলতি সপ্তাহে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত কমতে পারে।

আপাতত উত্তরবঙ্গের সব জেলাতেই দিনের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের থেকে চার-পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াস নীচে থাকতে পারে। দার্জিলিংয়ের পার্বত্য উঁচু এলাকায় রয়েছে তুষারপাত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সামান্য বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে দার্জিলিং কালিম্পং এবং জলপাইগুড়িতে।

পত্রিকা দপ্তর ও কুইনপ্রেসে চিঠিপত্র, লেখালেখি ও সংবাদ পাঠাতে হলে যোগাযোগ করুন নিচের

কুইন প্রেস ও পত্রিকা দপ্তর

Editor
Mrityunjoy Sardar
C/o, Lalu Sardar
Village:Hedia
P.O.:Uttar Moukhali
P.S. : Jibantala
District :South 24 Parganas
Pin:743329(W.B)
Mobile : 9564382031

জ্বলছে প্রতিবেশী বাংলাদেশ, হলদিয়ায় বড় পরিকল্পনা ভারতীয় নৌসেনার

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বিক্ষোভের আগুনে ফের জ্বলছে প্রতিবেশী বাংলাদেশ। আর পদ্মাপারের দেশের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের একটা বিস্তীর্ণ অংশ আন্তর্জাতিক সীমানা ভাগ করেছে। বাংলাদেশের পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে এবার বড় পদক্ষেপ করল ভারতীয় নৌসেনা। কলকাতার কাছে হলদিয়ায় ঘাঁটি তৈরিতে তৎপর হয়েছে নৌসেনা। এই ঘাঁটি তৈরিতে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের নেতৃত্বাধীন অ্যাকুইজিশন কাউন্সিলের ছাড়পত্র পাওয়া গিয়েছে।সাবমেরিনের জন্য চট্টগ্রামে একটি ঘাঁটিও তৈরি করছে। বাংলাদেশে বারবার পাক ও চিনা যুদ্ধজাহাজ এসে নোঙর ফেলছে। সেদিকেও কড়া নজর রয়েছে ভারতীয় নৌসেনার। তাই বাংলাদেশের নিকটবর্তী হলদিয়ায় ঘাঁটি নির্মাণ করছে। সেনার একটি সূত্র জানিয়েছে, আপৎকালীন পরিস্থিতিতে যাতে প্রাথমিক পদক্ষেপে দেরি না হয়, সে কারণেই হলদিয়াতে নৌসেনার ঘাঁটি নির্মাণ করা হচ্ছে।দ্রুত হামলা করা যায় এমন ছোট মাপের রণতরী এই ঘাঁটিতে মোতায়েন থাকবে। জানা গিয়েছে, হলদিয়ায় নৌসেনার এই ঘাঁটির নাম ঠিক না হলেও কাজ চলছে জোরকদমে। ১০০ টন ওজনের, ৪৫ নটিক্যাল গতি বিশিষ্ট ছোট রণতরী এখানে মোতায়েন থাকবে। প্রতিটি রণতরী-ই হামলায় পারদর্শী।

রণতরীতে থাকবে মেশিনগান। সবমিলিয়ে ১০০ জন নৌসেনা আধিকারিক এই ঘাঁটি সামলাবেন। ২০২৪ সালের ৫ অগস্ট শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী পদে ইস্তফা দিয়ে দেশ ছাড়ার পর থেকে অশান্ত বাংলাদেশ। আবার কিছুদিন আগে ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক ওসমান হাদিকে খুনের পর নতুন করে আগুন ছড়িয়েছে পদ্মাপারের দেশে।

মহম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার মৌলবাদীদের থামাতে কোনও পদক্ষেপ করছে না বলে অভিযোগ উঠছে। আবার অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের পর থেকে চিন ও পাকিস্তানের সঙ্গে সখ্যতা বাড়িয়ে চলেছেন ইউনূস। বাংলাদেশে নিজেদের প্রভাব গত এক দশক থেকে বাড়ানোর চেষ্টা করছে বেজিং। বাংলাদেশের নৌসেনাকে ইতিমধ্যে দুটি সাবমেরিন দিয়েছে তারা।

গোষ্ঠী সংঘর্ষে জ্বলছে নেপাল, সিল রক্সৌল সীমান্ত

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

শিলিগুড়ি: জেন জি আন্দোলনের রেশ না-কাটতে নতুন করে ফের উত্তপ্ত নেপাল। সাম্প্রদায়িক উত্তেজনায় ফুটছে গৌতম বুদ্ধের জন্মভূমি! পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে বীরগঞ্জে অনির্দিষ্টকালের জন্য কারফিউ জারি করেছে নেপাল প্রশাসন। এরপরেই সিল করে দেওয়া হল দক্ষিণ নেপালের ভারত সীমান্ত।নেপালের এমন অস্থির পরিস্থিতির জেরে বিপাকে পড়েছেন সেখানে কর্মরত ভারতীয় শ্রমিকরা। নিরাপত্তার অভাবে তাঁরা দলে দলে ভারতে ফিরতে শুরু করেছেন। গত গত সেপ্টেম্বর মাসেই জেন জি আন্দোলনে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল নেপাল। ওই আন্দোলনের সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়ে দেশের রাজনীতিতে। সেই রেশ না-কাটতে নতুন করে নেপাল অশান্ত হওয়ায় বেড়েছে উদ্বেগ।স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের নির্দেশ আসার পরেই সশস্ত্র সীমা বল অর্থাৎ এসএসবির তরফে নিরাপত্তাও বাড়ানো হয়েছে। বিহারের রক্সৌল সীমান্তে পুরোপুরি যাতায়াত বন্ধ। ভারত-নেপাল সংযোগকারী মৈত্রী-সেতু সহ একাধিক সীমান্তবর্তী এলাকায় নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। শিলিগুড়ির পানিট্যাঙ্কি সীমান্তেও চলছে আধাসামরিক বাহিনীর জোরদার টহল। আতঙ্কে নেপাল থেকে ভারতে ফিরছেন বহু শ্রমিক।

জানা গিয়েছে, রবিবার বিতর্কিত একটি ভিডিও সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হয়ে যায়। এরপরেই দক্ষিণ নেপালের পারসা জেলার বীরগঞ্জ শহরে বিক্ষোভ শুরু হয়। ভারত সীমান্তবর্তী নেপালের কিছু অংশে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। শুরু হয় ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ। পারসা জেলার সাকুয়া মারান এলাকায় উত্তেজনা চরমে ওঠে। ধর্মস্থানেও হামলার ঘটনা ঘটে বলে অভিযোগ। দুই গোষ্ঠীর মধ্যে উত্তেজনা ক্রমশ বাড়তে থাকে। আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। আক্রান্ত হতে হয় নেপাল পুলিশকেও। যদিও পরিস্থিতি এখন নিয়ন্ত্রণে হলেও বীরগঞ্জ ও সংলগ্ন এলাকা থমথমে। নেপালে সব ধরনের জমায়েত নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

এরপরেই ভারত সীমান্ত এলাকায় নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। নেপাল-ভারত সীমান্তের সংবেদনশীল পয়েন্টগুলোতে অতিরিক্ত পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে সাধারণ মানুষকে শান্ত থাকার এবং উত্তেজনা না ছড়ানোর আহ্বান জানানো হয়েছে। অন্যদিকে বিহারের রক্সৌল জেলার কাছে নেপালের বীরগঞ্জ শহরে উত্তেজনার জেরে ভারত-নেপাল সীমান্তে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। রক্সৌল সীমান্ত পুরোপুরি সিল করা হয়েছে। জরুরি পরিষেবা ছাড়া সীমান্তে সাধারণ নাগরিকদের চলাচল বন্ধ। ভারত ও নেপালকে সংযোগকারী মৈত্রী সেতুতে নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। সীমান্তে একটি ডগ স্কোয়াড মোতায়েন করা হয়েছে। তবে শুধুমাত্র মৈত্রী সেতু নয়, সীমান্তবর্তী সহদেওয়া, মহাদেওয়া, পান্তোকা, সিওয়ান টোলা, মুশারওয়া, পানিট্যাঙ্কিতেও টহল বাড়ানো হয়েছে।

সিনেমার খবর

এশার স্বামী হিসাবে অভিষেককেই চাইতেন হেমা মালিনি, যে কারণে ভেঙে যায় সম্পর্ক

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউড অভিনেত্রী হেমা মালিনির নাকি ইচ্ছা ছিল অমিতাভপুত্র অভিষেক বচ্চনের সঙ্গে মেয়ে এশা দেওলের বিয়ে দেবেন। কিন্তু সেই আশায় পানি ঢালেন খোদ ধর্মেন্দ্রকন্যা।

অভিনেতা অভিষেক বচ্চন ও অভিনেত্রী এশা দেওল দুজনেই তারকাসন্তান ছিলেন। বলিউডের প্রথম সারির পরিবারগুলোর কর্মজগতের সম্পর্ক অনেক সময় বদলে গেছে পারিবারিক সম্পর্কে। অনেক বছর আগে করণ জোহরের অনুষ্ঠানে এসে হেমা জানান, অভিষেক ইন্ডাস্ট্রির বিবাহযোগ্য পুরুষ। এমনকি তিনি নাকি মেয়ে এশার জন্য অভিষেকের মতোই কাউকে জামাই হিসাবে পেতে চান।

তারপর করণ জোহরের আরেক অনুষ্ঠানে এসেছিলেন ছিলেন এশা দেওল। তখন তাকে সেই প্রশ্ন করেন পরিচালক। তিনি কি অভিষেকের মতো কাউকে জীবনসঙ্গী হিসাবে পেতে চান? করণ জোহরের এমন প্রশ্নের উত্তরে এশা বলেন, একেবারেই না। মায়ের সেই ইচ্ছা পূরণ করতে পারব না। তিনি বলেন, কারণ অভিষেককে আমি বড় দাদার মতো দেখি।

অভিষেক ছাড়াও আরও এক নায়ককে পছন্দ ছিল হেমা মালিনির। তিনি হলেন সুরেশ ওবেরয়ের পুত্র অভিনেতা বিবেক ওবেরয়। তারাও ইন্ডাস্ট্রির অন্দরের মানুষ। ওবেরয়দের সঙ্গেও হেমার পরিবারের সখ্য রয়েছে। যদিও বিবেককেও নাকি পাত্র হিসাবে পছন্দ করেননি এশা। অভিনেত্রী বলেন, বিবেক একেবারেই তেমন মানুষ নন, যাকে তিনি জীবনসঙ্গী হিসাবে চান।

অবশেষে ২০১২ সালে হীরা ব্যবসায়ী ভরত তখতানিকে বিয়ে করেন এশা দেওল। বিয়ের পর থেকে দীর্ঘ চড়াই-উতরাই দেখেন তারা দাম্পত্যজীবনে। ২০২৪ সালে বিবাহবিচ্ছেদের পথে হাঁটেন এশা ও ভরত। বর্তমানে নতুন সম্পর্কে জড়িয়েছেন এশার সাবেক স্বামী ভরত তখতানি। দুই সন্তানকে নিয়ে হেমার সঙ্গে থাকেন এশা দেওল।

সুকেশের পর নোরা ফাতেহির জীবনে নতুন প্রেম, কে তিনি?

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউডের মডেল ও অভিনেত্রী নোরা ফাতেহির এক দশকের কর্মজীবনে তার সঙ্গে নাম জড়িয়েছে আর্থিক তছরুপের দায়ে জেলবন্দি শিল্পপতি সুকেশ চন্দ্রশেখরের। যদিও বলিপাড়ার কোনো অভিনেতার সঙ্গে তার প্রেমের গুঞ্জন কখনো শোনা যায়নি। তবে এবার নাকি তিনি এক ফুটবলারের প্রেমে পড়েছেন।

প্রায় ১০ বছরের মধ্যে বলিউডে নিজের পায়ের তলার মাটি শক্ত করে নিয়েছেন নোরা। কখনো তার নাচে মন ভরিয়েছেন দর্শকদের, আবার কখনো জড়িয়েছেন বিতর্কে। তবে এবারের খবর ভিন্ন— অভিনেত্রী নাকি প্রেমে পড়েছেন। এবার সেই প্রেমের টানেই উড়াল দিয়ে গেছেন আফ্রিকায়। কিন্তু কে সেই প্রেমিক?

বলিউড ইন্ডাস্ট্রিতে বহিরাগতদের তালিকায় অন্যতম অভিনেত্রী নোরা ফাতেহি। নোরার কানাডায় জন্ম, কিন্তু মা-বাবা মরক্কোর বাসিন্দা। সেখানেই বাস তাদের। জানা গেছে, বছর শেষে মরক্কোয় গেছেন অভিনেত্রী। তবে কেবলই মা-বাবার টানে নয়; সেখানকারই এক ফুটবলারের প্রেমে পড়েছেন তিনি। দুবাইয়ে ওই খেলোয়াড়ের সঙ্গে বারকয়েক দেখা গেছে তাকে। এবার সোজা আফ্রিকা গেলেন। ২১ ডিসেম্বর থেকে ১৮ জানুয়ারি পর্যন্ত 'আফ্রিকা কাপ অফ নেশনস' চলবে। সেখানে নাকি খেলবেন অভিনেত্রীর 'প্রেমিক'ও। তার হয়েই কি গলা ফাটাতে স্টেডিয়ামে হাজির থাকবেন নোরা ফাতেহি?

আমির খানের সম্পত্তি আমি পাব না: ইমরান

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

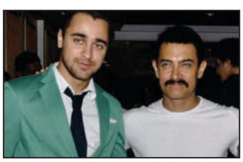

অভিনেতা ইমরান খান বলিউডে পা রাখার সঙ্গে সঙ্গে সাড়া জাগিয়েছিলেন। তার নারী ভক্তের সংখ্যাও কম ছিল না সেই সময়ে। সম্পর্কে তিনি আমির খানের ভাগ্নে। তাই অনেকেই মনে করেছিলেন, তার পক্ষে বলিউডে টিকে থাকা কোনো ব্যাপারই নয়।

কিন্তু বাস্তবে মোটেই পথচলা মসৃণ নয়। বাইরে থেকে তারকার পরিবার মনে হলেও আসলে বিষয়টি ঠিক উল্টো। এমন কথাই জানালেন অভিনেতা ইমরান। তিনি বলেন, আমির খান তো আমার মায়ের তুতো ভাই। তাই তার সম্পত্তি ও প্রতিপত্তিতে আমার কোনো জায়গা নেই।

সম্প্রতি একটি গণমাধ্যমের এক সাক্ষাৎকারে নিজের অভিনয় সফর নিয়ে কথা বলেন ইমরান খান। তিনি বলেন, আমির খানের সঙ্গে পারিবারিক যোগ আছে নিশ্চয়ই। কিন্তু আমিরের সম্পত্তি মোটেই তার কাছে আসছে না। তাই তাকে সুবিধাপ্রাপ্ত ভাবার কোনো কারণ নেই।

অভিনেতার টাকাপয়সা নিয়ে খুব বেশি আগ্রহও নেই। একবার নাকি সোনার আইফোন পাওয়ার প্রস্তাবও ফিরিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। তার বদলে বাড়িতে ঘুমাচ্ছিলেন ইমরান খান।

সেই সময়ে দুবাই গিয়েছিলেন অভিনেতা। পরপর বেশ কয়েকটি সাক্ষাৎকার দিয়ে তিনি ক্লান্ত হয়ে হোটেলে ফিরেছিলেন। তখন তার আপ্তসহায়ক জানান, দুবাইয়ের একটি সোনার দোকান উদ্বোধন করতে যেতে হবে তাকে। এর বদলে তাকে একটি সোনার আইফোন উপহার দেওয়া হবে। এই শুনে 'জানে তু ইয়া জানে না'খ্যাত অভিনেতা আপ্তসহায়ককে বলেছিলেন— ধন্যবাদ। কিন্তু আমার সোনার আইফোন দরকার নেই। তুমি সোনার আইফোন রাখো। আমি এখন গরম পানি দিয়ে গোসল করে কিছু পান করব। তারপর ঘুমিয়ে পড়ব। এটাই আমার দরকার।

পরের দিন সকালেই উড়ান দেন ইমরান খান। তাই ক্লান্তি নিয়ে তিনি আর সোনার আইফোনের লোভে দোকানে যাননি। তবে তার বদলে অন্য এক অভিনেতা সেই ফোন পেয়েছিলেন।

১০০০ গোল করার আগে অবসর নেবেন না রোনালদো!

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো সময়ের সাথে পাল্লা দিয়েই ছুটছেন। আগ্রাসন আর অ্যাটাকে তিনি এখনও দুর্দান্ত। বয়স ৪০ ছুঁইছুঁই হলেও থামার কোনো লক্ষণ নেই পর্তুগিজ এই মহাতারকার। বরং নতুন মাইলফলক ছোঁয়ার নেশায় নিজেকে উজাড় করে দিচ্ছেন তিনি।

সম্প্রতি দুবাইয়ে গ্লোব সকার অ্যাওয়ার্ডসে সেরা মিডল ইস্ট প্লেয়ারের পুরস্কার নেওয়ার পর রোনালদো সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, ক্যারিয়ারে ১০০০ গোলের কোটা পূর্ণ না করে তিনি বুট জোড়া তুলে রাখবেন না।

বর্তমানে সৌদি আরবের ক্লাব আল নাসরের হয়ে মাঠ মাতাচ্ছেন এই ফরোয়ার্ড। গত শনিবার আল আখদুদোর বিপক্ষে ৩-০ ব্যবধানে জয়ের ম্যাচে জোড়া গোল করেছেন তিনি, ফলে ক্লাব ও জাতীয় দল মিলিয়ে তার মোট গোল সংখ্যা এখন ৯৫৬।

১০০০ গোলের স্বপ্ন পূরণে রোনালদোকে আরও ৪৪টি গোল করতে হবে। নিজের আত্মবিশ্বাস ঝরিয়ে রোনালদো বলেন, চোট যদি বাধা হয়ে না দাঁড়ায় তবে তিনি নিশ্চিতভাবেই এই সংখ্যায় পৌঁছাবেন।

২০২২ সালে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ছেড়ে আল নাসরে যোগ দেওয়া রোনালদো গত জুলাইয়ে ক্লাবটির সঙ্গে নতুন করে দুই বছরের চুক্তি করেছেন। এই চুক্তি অনুযায়ী ৪২ বছর বয়স পর্যন্ত তার সৌদি আরবে থাকার কথা। যদিও গত মাসে এক সাক্ষাৎকারে তিনি শীঘ্রই অবসরের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন যে ফুটবলকে বিদায় জানানো তার জন্য অত্যন্ত আবেগঘন ঘটনা হবে। তবে ১০০০ গোলের লক্ষ্য তাকে নতুন করে অনুপ্রাণিত করছে। চলতি মৌসুমে আল নাসরের হয়ে দুর্দান্ত ফর্মে আছেন সিআর সেভেন। ১৪ ম্যাচে ইতোমধ্যে ১৩টি গোল করেছেন তিনি। তার নেতৃত্বে সৌদি প্রো লিগ টেবিলের শীর্ষে রয়েছে দলটি। ব্যক্তিগত অর্জনে রোনালদোর ঝুলি বরাবরই সমৃদ্ধ। রিয়াল মাদ্রিদ ও পর্তুগাল জাতীয় দলের ইতিহাসের সর্বোচ্চ গোলদাতা তিনি। এছাড়া বিশ্বের একমাত্র ফুটবলার হিসেবে চারটি ভিন্ন ক্লাবের হয়ে একশ'র বেশি গোল করার অনন্য কীর্তিও তার দখলে।

২০১৬ সালে পর্তুগালকে ইউরো জেতানো এই অধিনায়ক এর আগে জানিয়েছিলেন, ২০২৬ বিশ্বকাপই হবে তার ক্যারিয়ারের শেষ আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট।

সব ধরনের ক্রিকেটকে বিদায় বললেন ডগ ব্রেসওয়েল

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

চোটের সঙ্গে দীর্ঘ লড়াইয়ের অবসান ঘটিয়ে সব ধরনের ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছেন নিউজিল্যান্ডের পেস বোলিং অলরাউন্ডার ডগ ব্রেসওয়েল। বয়স ৩৫ হলেও বারবার চোটে পড়ায় মানসিকভাবে আর লড়াই চালিয়ে যাওয়ার শক্তি না পাওয়াতেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি।

নিউজিল্যান্ডের হয়ে ২৮টি টেস্ট, ২১টি ওয়ানডে ও ২০টি টি-টোয়েন্টি খেলেছেন ব্রেসওয়েল। তার ক্যারিয়ারের সবচেয়ে স্মরণীয় মুহূর্ত আসে ২০১১ সালে হোবার্ট টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে। ওই ম্যাচে প্রথম ইনিংসে ৩ উইকেট ও দ্বিতীয় ইনিংসে ৬ উইকেট নিয়ে ২৬ বছরের মধ্যে অস্ট্রেলিয়ায় নিউ জিল্যান্ডের প্রথম টেস্ট জয়ে বড় ভূমিকা রাখেন তিনি। এখনো সেটিই অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে নিউজিল্যান্ডের সর্বশেষ টেস্ট জয়।

ওই ম্যাচটি ছিল ব্রেসওয়েলের ক্যারিয়ারের মাত্র তৃতীয় টেস্ট। সম্ভাবনাময় শুরু হলেও ইনজুরি তার ক্যারিয়ারকে বারবার থামিয়ে দিয়েছে। চলতি মৌসুমে পাঁজরের চোটের কারণে ঘরোয়া ক্রিকেটে সেন্ট্রাল ডিস্ট্রিক্টসের হয়ে কোনো ম্যাচ খেলতে পারেননি তিনি।

সবশেষ তিনি মাঠে নেমেছিলেন গত বছরের সেপ্টেম্বরে কাউন্টি চ্যাম্পিয়নশিপে এসেক্সের হয়ে। সেখানেও চোটের কারণে তিনটির বেশি ম্যাচ খেলতে পারেননি। পুরো বছরে সব ধরনের ক্রিকেট মিলিয়ে মাত্র চারটি ম্যাচ খেলতে সক্ষম হন তিনি।

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে তাকে সর্বশেষ দেখা গেছে ২০২৩ সালে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ওয়েলিংটন টেস্টে। শেষ ওয়ানডে খেলেছেন ২০২২ সালে এবং টি-টোয়েন্টি খেলেছেন ২০২১ সালে বাংলাদেশের বিপক্ষে মিরপুরে।

টেস্ট ক্যারিয়ারে তার উইকেট সংখ্যা ৭৪টি। ওয়ানডেতে নিয়েছেন ২৬ উইকেট, টি-টোয়েন্টিতে ২০টি। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ১৩৭ ম্যাচে ৪২২ উইকেট নেওয়ার পাশাপাশি ব্যাট হাতে করেছেন ৪ হাজার ৫০৫ রান, যার মধ্যে রয়েছে তিনটি সেঞ্চুরি ও ২৪টি ফিফটি।

ভারত হাত না মেলালে, পাকিস্তানও একই পথে হাঁটবে: সরফরাজ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ভারত-নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরের পাহাড়ি পর্যটনকেন্দ্র পেহেলগাঁওয়ে সন্ত্রাসী হামলা ও অপারেশন সিঁদুরের পর ভারত ও পাকিস্তানের বৈরিতা ক্রিকেট মাঠেও ছড়িয়ে পড়েছে। মাঠে খেললেও ক্রিকেটের চিরাচরিত সৌহার্দ্য দেখা যাচ্ছে না।

দুই দল হাত না মেলানোর চর্চা শুরু করেছে। সামনে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে এই পরিস্থিতি বদলাবে কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। যা নিয়ে ক্রিকেট অঙ্গনে তুমুল আলোচনার জন্ম দেয়।

আগামী বছরের আগামী ১৫ ফেব্রুয়ারি বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বে মুখোমুখি হবে ভারত ও পাকিস্তান। এই ম্যাচকে সামনে রেখে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করেছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। বোর্ড চেয়ারম্যান মহসিন নকভি জানিয়ে দিয়েছেন, ভারত যদি হাত না মেলাতে চায়, পাকিস্তানও একই পথে হাঁটবে।

অপারেশন সিঁদুরের পর এশিয়া কাপে তিনবার মুখোমুখি হয়েছিল দুই দল। তখন কোনো ম্যাচেই খেলোয়াড়রা হাত মেলাননি। এরপর একই দৃশ্য দেখা যায় এমার্জিং এশিয়া কাপ ও অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপের দুটি ম্যাচে। নকভি বলেন, ভারতীয় চাপের কাছে পাকিস্তান কখনোই নতি স্বীকার করবে না।

স্থানীয় সময় গতকাল রবিবার (২৮ ডিসেম্বর) লাহোরে এক সংবাদ সম্মেলনে নকভি বলেন, ভারত যদি হাত না মেলাতে চায়, তাহলে আমাদেরও এমন কোনো ইচ্ছা নেই। যাই হোক, ভারত যা করবে, তার জবাব দেওয়া হবে। ভবিষ্যতেও আমাদের অবস্থান একই থাকবে। তারা বারবার একই কাজ করবে আর আমরা পিছিয়ে যাব, এমনটা হতে পারে না। এটা অসম্ভব।

অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপের ম্যাচগুলোতেও দুই দলের মধ্যে একাধিকবার বিতর্ক হয়। এ নিয়ে পাকিস্তান দলের কোচ সরফরাজ আহমেদ বলেন, 'ম্যাচে ভারতীয়দের আচরণ ভালো ছিল না। ক্রিকেটের দিক থেকেও তাদের আচরণ অনৈতিক। এই অবস্থায় বিশ্বকাপে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ ঘিরে উত্তেজনা আরও বাড়বে বলেই মনে করছেন অনেকেই।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৮৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O . : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR